চ্যানেল : ২৪ ঘণ্টা

৩রা জুলাই, ২০১৬

মৌপিয়া নন্দীর সঙ্গে আলাপচারিতায়

'অদ্য শেষ রজনী'র নির্দেশক ব্রাত্য বসু, প্রযোজক ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও অভিনেত্রী দেবযানী চট্টোপাধ্যায়

মৌপিয়া নন্দী : একজন বিস্মৃতপ্রায় নাটককার অসীম চক্রবর্তী, যিনি একটি রুঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যে জনপ্রিয়তা মানেই কি রুচিহীনতা? এবং সম্ভবত তিনিই প্রথম গ্রুপ থিয়েটারকে পেশাদারি জমির ওপর দাঁড় করানোর মতো একটি ভাবনা ভেবেছিলেন, যদিও শেষ অবধি তাঁকে ব্রাত্য থাকতে হয়েছিল। তাঁরই জীবনকে নিয়ে শহরে নতুন প্রযোজনা, 'অদ্য শেষ রজনী', পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গের। আমার সঙ্গে রয়েছেন ব্রাত্য বসু, 'অদ্য শেষ রজনী'র নির্দেশক, সঙ্গে রয়েছেন দুই মূল কুশীলব, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবযানী চট্টোপাধ্যায় ও পাকইপাড়া ইন্দ্ররঙ্গের কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী। আমি প্রথমে ব্রাত্যদার কাছে আসব, অসীম চক্রবর্তী যিনি প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে গেছেন, তিনি আমাদের একটি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জনপ্রিয়তা মানেই কি রুচিহীনতা, সস্তা? সবসময় আমরা যে ক্লাস আর মাসের মধ্যে ফারাক করি সে বাস্তব প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁকে নিয়ে এই নাটক কেন?

ব্রাত্য বসু : অসীম চক্রবর্তী বিস্মৃত হয়ে গেছেন, হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে মুছে গিয়েছিলেন কিন্তু থিয়েটার জগতে ছিলেন ও আছেন। এনার নাম ঠিক প্রকাশ্যে আনা হয় না। তাঁর নাম সকলেই করেন। বারবধূ নাটক, যার থেকে তিনি খ্যাতি ও কুখ্যাতি দুইই অর্জন করেন। এটা ঠিক যে তাঁর কথা ভদ্রসমাজের পরিধির মধ্যে নেওয়া হত না। আমি বারবধূ দেখিনি, অসীম চক্রবর্তীকেও নয়। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস, অসীম সামন্তর একটি বই পড়ে ওনার সম্বন্ধে জেনেছিলাম ও দেখলাম ওনার সম্বন্ধে কাজ হওয়া অবশ্যই উচিত। আমি দেখলাম উনিই প্রথম গ্রুপ থিয়েটারের যে উড়ান ও স্ববিরোধ এই দুইকে তিনি প্রথম অর্গলমুক্ত করেন।

মৌপিয়া নন্দী : এখন কি তাঁর পুনর্মূল্যায়নের যে ভাবনা, তার থেকেই কি এই নাটক?

ব্রাত্য বসু : এখন মনে হয় জনপ্রিয় মানে কি একটি

সন্দেহজনক চরিত্র? এর থেকেও সেটা ভাবা যেতে পারে।

মৌপিয়া নন্দী : আমি অনির্বাণকে দেখেছি অসাধারণ অভিনয় করতে, অমিয় চক্রবর্তীর চরিত্রে। এটা ভালোবাসার একটি ব্লো-হট নাটক। যেটা ব্রাত্য বসুর ভাষায় 'বিষাদের ব্লো-হট' নাটক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বিষাদ ছিল নাটকের পরতে পরতে। কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল এই অভিনয়?

অনির্বাণ : অভিনেতা হিসেবে সব চরিত্র ফুটিয়ে তোলাই চ্যালেঞ্জিং। আমি এমন এমন চরিত্রে এর আগে অভিনয় করেছি সেগুলো আমার ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে অনেক দূরে, কিন্তু এই প্রথমবার অমিয় চক্রবর্তীর চরিত্র আমায় এমন অবস্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলল যে দূরবর্তী ও অদূরবর্তীর মাঝখানে মানুষের সবথেকে গহীন যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলের অভিব্যক্তি আমাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমি খুব অল্পদিন হল অভিনয় করছি। এখনও পর্যন্ত আমি যত অভিনয় করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র হল এটি। আমাকে খুবই বেগ পেতে হয়েছে।

মৌপিয়া নন্দী : আমি দেবযানীর কাছে আসি। এখানে যে রজনী, অর্থাৎ বারবধূর রজনী কিন্তু শুধু সেই রজনীই নয়। সে অমিয় বা অসীম চক্রবর্তীর থিয়েটার সম্বন্ধে যে প্যাশন সেটা পারসনিফাই করে।

দেবযানী : দ্যাখো, প্রথমে আমাকে যখন এই রজনী চরিত্রটা বলা হয়েছিল, সেটি ছিল একটি শিল্পীর আদলে তৈরি করা। কেতকী দত্তের চরিত্রের আদলে তৈরি করা। আমি আনফরচুনেটলি ওনার অভিনয় দেখিনি। আমি জাস্ট স্ক্রিপ্টটা ফলো করেছি।

মৌপিয়া নন্দী : আমি ইন্দ্রজিতের কাছে আসি। ইন্দ্রজিৎ, অসীম চক্রবর্তী পাইকপাড়ার নর্দান এভিনিউ-এ থাকতেন, মোহিত মঞ্চের কাছে। এটা কি তাঁর কাছে একটি ট্রিবিউট?

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ। একটা সমাপতন তো বটেই। পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ, পাইকপাড়া মোহিত মঞ্চ, পাইকপাড়ার অসীম চক্রবর্তী।

মৌপিয়া নন্দী : পুরসভারই একটি মঞ্চ, যেটা বন্ধ হয়ে গেছিল, বকেয়া শুল্ক না দিতে পারায়।

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ, আর মোহিত মঞ্চে কোনোদিন এর আগে কোনো সিরিয়াস নাটক হয়নি। কোনো প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার দল কোনোদিনও থিয়েটার করেনি। এটা আমি আর ব্রাত্যদা মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিই, যদিও প্রযোজক হিসেবে আমার বুকটা ধক্‌ধক্‌ করছিল, কিন্তু ব্রাত্যদা একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। বিশ্বাস করবেন না হয়তো, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহে আমরা একটি করে শো করে আসছি এখনও পর্যন্ত, প্রতিটি শো-ই প্রায় হাউস ফুল হয়েছে। আপনিও একটি শোতে গেছিলেন।

দেবযানী : দক্ষিণ কলকাতা থেকে লোকে এসেছেন শো দেখার জন্য।

ইন্দ্রজিৎ : একজন দেখে গেছেন শান্তিপুর থেকে, তিনি ফিরে গিয়ে ১৭ জনকে পাঠিয়েছেন। কৃষ্ণনগর, বর্ধমান থেকে মানুষ এসেছেন।

দেবযানী : 'অদ্য শেষ রজনী' এমন একটি নাটক একজন মানুষ একবার দেখে থেমে যান নি, তিনি তিনবার, চারবার দেখেছেন।

মৌপিয়া নন্দী : ব্রাত্যদার 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' থেকে 'বোমা', প্রত্যেকটা নাটকেই আমরা একটি পলিটিক্যাল ম্যাসেজ দেখেছি। এখানে আমরা দেখছি যে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী চিঠি দিচ্ছেন, তিনি রিফিউজ করছেন 'বারবধূ' নাটক দেখতে আসার আমন্ত্রণ।

ব্রাত্য বসু : দেখুন এটা উপন্যাস ছিল না। বাস্তবে হয়েছিল। আমরা অসীম সামন্তের বইয়ে পড়ে জেনেছি। বলে রাখা ভালো নাটকটি উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন। উজ্জ্বলকে আমরা বলেছিলাম প্রসঙ্গটা যেন থাকে। হ্যাঁ, উজ্জ্বলের নাটকে, আপনি যেমন এখনই বললেন না, মন্ত্রীর নামটা আমরা বাদ দিয়েছি। কারণ আমার মনে হল যে মরার ঘাড়ে আর খাঁড়ার ঘা মেরে কি হবে? দরকার নেই। আমরা নতুন করে আর বিতর্ক চাইনি।

মৌপিয়া নন্দী : তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অপছন্দের কথা অস্বীকার করছেন না, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর দাবি যে এরকম কোনও নির্দেশ বা ফরমান তিনি পৌঁছন নি।

ব্রাত্য বসু : একটি চিঠি আর কি বোঝায়? 'আপনার এই নাটক বন্ধ হোক, আপনার বিবেকের কাছে আমার অনুরোধ', বন্ধ 'হোক', এই 'হোক' শব্দটা তাহলে অনুরোধ না, অনুজ্ঞা? তাহলে এটা নিয়ে বিতর্ক করতে হয়। আমার মনে হয় সাময়িকভাবে তিনি ওটা লিখে ফেলেছিলেন, ওটার পেছনে কারুর ভূমিকা থেকে থাকবে। সংস্কৃতিতে এইরকম 'ছুৎমার্গ' তো আগেও হয়েছে। যেমন 'অয়দিপাউস'কে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ একটি অশ্লীল নাটক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, লেখা আছে। 'পাপ পুণ্য'কেও এই ধরনের কথাবার্তা সহ্য করতে হয়েছিল। অর্থাৎ থিয়েটার এমনকি সিনেমাতেও, অনেক সময় সিনেমা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় কিন্তু থিয়েটারে হয়। আমি একে কোনো পার্টির সাইকি বলব না, এ হল মধ্যবিত্তের নিজস্ব স্ববিরোধ যে যৌনতাকে কীভাবে দেখব, যখন সেটা শিল্পে আসে।

মৌপিয়া নন্দী : কিন্তু ব্রাত্যদা, যখন 'আগুনের বর্ণমালা' বন্ধ হয়, সেই সময়ে যাদের আমরা এগিয়ে আসতে দেখেছি, যাঁদের সমালোচনা করতে দেখেছি, তাঁদেরই অন্যতম, তাঁকে আমরা ১৯৭৭-এ লিখতেও দেখেছি যে 'অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপন দিয়ে রেকর্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন অসীম চক্রবর্তী'। তাহলে কি থিয়েটার মহলেও এরকম ভাব রয়েছে?

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ, থিয়েটারের মধ্যেও সেই প্রবণতা ছিল, কিন্তু সেটা যৌনতা বিষয়ক বলে আমার মনে হয় না। সেটা থিয়েটারের মধ্যে বরাবরই চলে এসেছে, একজন যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, থিয়েটারের মধ্যে থেকেই আর একজন চেষ্টা করেছেন তাঁকে ছোট করে দেবার। বা সেই সাফল্যতে একটু কাদা মাখিয়ে দেওয়া, কালি মাখিয়ে দেওয়া।

মৌপিয়া নন্দী : অনির্বাণ, এই নাটকের মধ্যেই আমরা অন্য নাটকের অংশ বিশেষ দেখেছি, যেমন 'জনৈকের মৃত্যু'। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে তুমি কি বলবে?

অনির্বাণ : আসলে এই ট্রানজিশন একটি সহজ পথ। অসীম চক্রবর্তীর মতো একটি চরিত্র, যার নিজের মধ্যে যে অন্ধকার, যে দ্বন্দ্ব, সেটা ফাইনালি ফুটিয়ে তোলা যায় সেই ট্রানজিশনগুলো আছে বলেই। আমরা নাটকে অমিয় চক্রবর্তীর প্রায় মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থা দেখি। যেখানে ব্রাত্য বসু একটি দৃশ্য রচনাও করেছেন যেখানে অমিয় একটি মেন্টাল স্পেসে একটি এসাইলামের অঙ্গ হয়ে যায়, যেখানে অনেক প্রতিবন্ধী মানুষ ঢুকে পড়ে। কিন্তু প্রথমার্ধে যখন দেখি নির্দেশক অমিয়কে সংজ্ঞায়িত করছেন যে তিনি কতটা ভারসেটাইল অভিনেতা ছিলেন—এ বোঝাতে গিয়ে আমরা 'বারবধূ'র অভিনয়, 'নীল ঘোড়া'র অভিনয়, 'জনৈকের মৃত্যু'র অভিনয় আনি।

মৌপিয়া নন্দী : দেবযানী, অসীম চক্রবর্তীকে গ্রুপ থিয়েটারকে পেশাদারি থিয়েটারে বদলে ফেলতে দেখা যায়, অথচ এই মানুষটার মৃত্যুর পর কেতকী দত্ত ছাড়া আর কেউই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেও আসেন নি। এটা কতখানি ইনজাস্টিস?

দেবযানী : এটা সত্যিই ইনজাস্টিস। সেই সময়ে ঠিক কি ঘটেছিল আমরা তো জানি না। কিন্তু ওনার সম্বন্ধে আমরা যেটুকু শুনেছি বা জেনেছি, ওনার স্ত্রীয়ের সঙ্গেও আমরা কথা বলে যা জেনেছি, সত্যিই অন্যায়। আশা করব তিনি সত্যি কথাই বলেছেন।

অনির্বাণ : ব্রাত্যদা বারবার একটি কথা বলেন, যে উনি দুটি বায়োগ্রাফিকাল থিয়েটার করেছেন, একটি 'নন্দিত' মানুষকে নিয়ে, অন্যটি 'নিন্দিত' মানুষকে নিয়ে, একজন জর্জ বিশ্বাস আর একজন অসীম চক্রবর্তী। এই অসীম চক্রবর্তীর গল্প যখন আমাদের বলা হয় তখন বহু 'নিন্দিত' মানুষ কি উইং-এর পাশে এসে দাঁড়ায় না? শুধু বাংলা থেকেই নয় সারা ভারতবর্ষ থেকে।

ব্রাত্য বসু : তবে এই কথাটা ঠিক যে থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার বিষাদ আছে। তবে আমার মনে হয়, শিশির ভাদুড়ি বা অমর ঘোষ কিন্তু 'নিন্দিত' মানুষ নন, যে অর্থে কোট আনকোট অসীম চক্রবর্তী 'নিন্দিত'। শিশির ভাদুড়ি শেষ অবস্থা কাটাচ্ছেন একটি হলে একা, অমরবাবু অন্ধকারে একটি অদ্ভুত জায়গায় বসে থাকেন। ফলে, আমাদের সমাজে শেষ অবধি যা চিন্তাশীল তার মৃত্যু ঘটেছে।

দেবযানী : অসীমবাবুর থিয়েটারটা কিন্তু সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও উনি ব্রাত্য হয়েছেন, এ অবাক লাগে। থিয়েটার হিসেবে তো সফল।

ব্রাত্য বসু : অবশ্যই, ওনার গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম ওঠার কথা।

মৌপিয়া নন্দী : একই সঙ্গে প্রতাপ মঞ্চ ও আকাদেমিতেও হাউস ফুল।

ব্রাত্য বসু : এই আত্মঘাত তো আমাদের মধ্যে আছেই।

মৌপিয়া নন্দী : সেই যে স্ববিরোধিতা, এর মূলেই কি কষাঘাত করতে চেয়েছেন ব্রাত্য বসু?

ব্রাত্য বসু : আমি কষাঘাত করতে চাইনি। তাহলে 'বিষাদ' শব্দটা আনতাম না। কষাঘাত খুব বিষণ্ণ মুখে করা যায় বলে আমার মনে হয় না (হাসি)। আমার মনে হয়, থিয়েটারের নিজস্ব যে 'বারো ঘর তেরো উঠোনের মতো', যে নিজস্ব কৌম, যে সংস্কৃতি, ঘর গৃহস্থালির থিয়েটারের যে নিজস্ব বিষণ্ণতা, যে বিষণ্ণতা অনন্ত, যে বিষণ্ণতা অমোঘ নিয়তির মতো, যে বিষণ্ণতা প্রতি মুহূর্তেই কাজের পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয়। এর ফলে আপনি দেখবেন অসীম চক্রবর্তীকে না জেনে বা না বুঝেও, থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষেরা খুব সহজেই কমিউনিকেট করছেন। থিয়েটারের মানুষেরা ভীষণভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন, কোনোভাবে তাদের হন্ট করছে। এর কারণ হল, যে খুব মন দিয়ে থিয়েটার করেছে সে এই সমাজে এক ধরনের পরাজয়ের গ্লানি বোধ করে।

ইন্দ্রজিৎ যেভাবে বলল আমি কিন্তু অতটা কনফিডেন্ট ছিলাম না, আমারও বুক দুরু দুরু করে উঠেছিল। মোহিত মৈত্র মঞ্চ, একটেরে একটি হল। সেই অর্থে কোনোদিন কোনও ভালো থিয়েটার এখানে হয়নি। প্রধানত রিহার্সালের জন্য হলটা খ্যাত। কিন্তু হলটা এক অর্থে অসাধারণ। আমি মাননীয় মহানাগরিককে গিয়ে বলি যে এখানে আমরা

নাটকটি করতে চাই। উনি সানন্দে আমাদের অনুমতি দেন ও আমাদের হল ভাড়ায় কিছু ছাড়ও দেন। আমি মহানাগরিকের কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ। এরপরে আমরা নাটকটি শুরু করি। ইন্দ্রজিতকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কারণে যে ইন্দ্রজিৎ নাটকটি মঞ্চস্থ হবার আগে এক ইনরমাস পাবলিসিটি করে। হোর্ডিং, ব্যানার একেবারে ছেয়ে যায়, কারণ ও বলেছিল যে একেবারে নতুন জায়গায় হচ্ছে বলে এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

অনির্বাণ : যুগান্তকারী প্রচার।

দেবযানী : এরকম প্রচার দেখে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করে, 'তোর কি কোনও নতুন ছবি রিলিজ হচ্ছে?' ভাবা যায় না যে থিয়েটারে এই মাত্রায় প্রচার হতে পারে।

ব্রাত্য বসু : সিনেমাকে ছাপিয়ে গেছে এই পাবলিসিটি। দেখুন আকাদেমিতে পরপর দুটো শো হাউস ফুল হচ্ছে এটা বড় কথা নয়। মোহিত মৈত্র মঞ্চে পরপর হাউস ফুল। তখন আমরা জেনে গেছি যে যখন আমরা এই শো-কে আকাদেমিতে নিয়ে গিয়ে ফেলব তখন হাউস ফুল হতে বাধ্য। অত লোক উপচে পড়ে দেখছেন। ঠিক যেন মনে হচ্ছে এ শুধু থিয়েটার নয়, যেন উইং-এর পাশে দাঁড়িয়ে ব লাইট পার্চের ওপর থেকে বসে বা দরজা খুলে আনমনে আমাদের উঁকি মেরে অসীম চক্রবর্তীও দেখছেন ও আমাদের বুড়ো আঙুল তুলে সাবাসি দিচ্ছেন।

অনুলিখন : মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়